দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

117

ঢাবি শিক্ষক সমিতি নির্বাচন ২৮ ডিসেম্বর প্রচারণা জমে উঠছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আগামী ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি বেশ জমে উঠেছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচনে সরকার সমর্থক নীল দল এবং বিএনপি-জামায়াত সমর্থক' সাদা দল প্যানেল দিবে। দল নিরপেক্ষতার দাবিদার গোলাপী দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না। নির্বাচনী প্রচারণায় এখন পর্যন্ত নীল দল এগিয়ে।

গত ১২ ডিসেম্বর হতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি অফিস থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। আগামী ১৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময়সূচী বেধে দেয়া হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। আগামী ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে সকাল দশটা থেকে অপরাহ্ণ দু'টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। ভোট গণনা শুরু হবে বিকাল তিনটা থেকে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ১০টি পদে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা সহস্রাধিক।

সরকার সমর্থক শিক্ষকদের নীল দলের প্রার্থী এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সভাপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থীরা হচ্ছেন— অধ্যাপক এম মোস্তফা চৌধুরী, অধ্যাপক এটিএম জহরুল হক, ড. মোঃ শাহাদাত আলী। সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থীরা হচ্ছেন— অধ্যাপক ডঃ মো. হোসেন মনসুর, ড. সহিদ আকতার হুসাইন, অধ্যাপক ড. আবদুল আজিজ, সাদা দলের সভাপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী অধ্যাপক ইউছুফ হায়দার, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম খান। সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থী অধ্যাপক মোঃ নূরুল আমিন বেপারী, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম খান।

শিক্ষক সমিতি নির্বাচন প্রসঙ্গে সাদা দলের প্রথম সারির নেতা ড. মোঃ শফি চৌধুরী বলেন, 'আমাদের অবস্থা বেশ ভালই দেখছি, এরচেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না।' নীল দলের নেতা শিক্ষক সমিতির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ৫০টি ফ্লাট নির্মাণের ব্যবস্থা করছি। বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারকে ৫০ বেড ক্লিনিকে উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। 'বঙ্গবন্ধু বৃত্তি' চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করেছি। এক লাখ টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা গ্রুপ বীমা নির্ধারণ করেছি। সুতরাং আমরা আশা করছি সচেতন শিক্ষক সমাজের দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা নীল দল মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করবেন। নির্বাচন প্রসঙ্গে গোলাপী দলের শিক্ষক হিসাবে পরিচিত কলা অনুষদের সাবেক ডীন আমিনুল ইসলাম বলেন, 'আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি না', তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষকরা অবশ্যই রাজনীতি করবে তবে এভাবে মুক্তমঞ্চে গিয়ে বিএনপি ও আয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ার রাজনীতি জাতির জন্য কতটা কল্যাণকর তা ভেবে দেখার বিষয়। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দু'টিসহ প্রায় সব-ক'টি পদই পেয়েছিল সরকার সমর্থক নীল দল।